বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

Bangladesh Deaf Sports Federation



গঠনতন্ত্র

(সংশোধিত-২০২০)

Constitution

(Revised-2020)

রোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

সাধারণ সম্পাদক
বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

২৩৩-২৩৪, মওলানা ভাসানী ষ্টেডিয়াম (দোতলা), ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

২৩৩-২৩৪, মওলানা ভাসানী ষ্টেডিয়াম (দোতলা), ঢাকা-১০০০।

গঠনতন্ত্র (Constitution)

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা
গ্রহনের-
তাং.....

সূচীপত্র

অধ্যায়	অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	অনুচ্ছেদ-১	শিরোনাম এবং এলাকা	১
	অনুচ্ছে-২	সংজ্ঞা	১
দ্বিতীয়	অনুচ্ছেদ-৩	ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক	২
তৃতীয়	অনুচ্ছেদ-৪	সদর দপ্তর	২
চতুর্থ	অনুচ্ছেদ-৫	লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যবিধি	২
পঞ্চম	অনুচ্ছেদ-৬	এফিলিয়েশন	৩
ষষ্ঠ	অনুচ্ছেদ-৭	সাধারণ পরিষদ	৪
সপ্তম	অনুচ্ছেদ-৮	বার্ষিক সাধারণ সভা	৫
	অনুচ্ছেদ-৯	সদস্যপদ বাতিল (সাধারণ পরিষদ)	৬
	অনুচ্ছেদ-১০	সদস্য পদ অবলুপ্তি (কার্যনির্বাহী পরিষদ)	৬
অষ্টম	অনুচ্ছেদ-১১	কার্যনির্বাহী পরিষদ	৭
নবম	অনুচ্ছেদ-১২	মনোনয়ন ও নির্বাচন	৭
	অনুচ্ছেদ-১৩	কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা	৮
	অনুচ্ছেদ-১৪	নির্বাচন	৮
দশম	অনুচ্ছেদ-১৫	কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি	৯
	অনুচ্ছেদ-১৬	কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্য পরিধি	৯
একাদশ	অনুচ্ছেদ-১৭	তহবিল পরিচালনা	১১
দ্বাদশ	অনুচ্ছেদ-১৮	গঠনতন্ত্র সংশোধন	১২
ত্রয়োদশ	অনুচ্ছেদ-১৯	খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ	১২
	অনুচ্ছেদ-২০	খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল	১২
চতুর্দশ	অনুচ্ছেদ-২১	আপত্তি ও নিস্পত্তি	১৩
পঞ্চদশ	অনুচ্ছেদ-২২	আপিল কর্তৃপক্ষ	১৩
ষষ্টদশ	অনুচ্ছেদ-২৩	আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ ও আয়োজন	১৩
সপ্তদশ	অনুচ্ছেদ-২৪	সেভিংস ও রহিত করণ	১৩

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি

মোঃ আবদুল করিম

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

২৩৩-২৩৪, মওলানা ভাসানী ষ্টেডিয়াম, ঢাকা-১০০০।

গঠনতন্ত্র (Constitution)

প্রথম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১

শিরোনাম এবং এলাকা

০১.১। এই সংগঠনের নাম হইবে "বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন" সংক্ষিপ্ত নাম "বাবক্রীফে" এবং ইংরেজীতে Bangladesh Deaf Sports Federation সংক্ষেপে-(BDSF). এ সংগঠন স্বাধীনতার স্থাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আমলে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

০১.২। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন (বাবক্রীফে) সমগ্র বাংলাদেশের বধিরদের ক্রীড়া উন্নয়নে নিয়োজিত। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন ১৯৭৭ সালে বিশ্ব বধির ক্রীড়া সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

অনুচ্ছেদ-২

০২.১। সংজ্ঞা

বধির ঃ বধির বলিতে যে সকল লোক জন্মকালে অথবা পরবর্তীকালে কোন কারণে শ্রবন কিংবা শ্রবণ ও বাকশক্তি হারাইয়াছেন তাহাদের বুঝাইবে।

ফেডারেশন ঃ এই গঠনতন্ত্রে "ফেডারেশন" বলিতে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনকে বুঝায়।

গঠনতন্ত্র : " গঠনতন্ত্র" বলিতে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রকে বুঝায়।

সদস্য ঃ "সদস্য" বলিতে অত্র গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সাংগঠনিক সংস্থা ও বিদ্যালয় মনোনীত সদস্যবৃন্দকে বুঝায়।

অঞ্চল ঃ "বিভাগ" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কয়েকটি প্রশাসনিক জেলা সমন্বয়ে গঠিত **এলাকাকে** বুঝায়।

সাধারণ পরিষদ ঃ " সাধারণ পরিষদ" বলিতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-০৭ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝায়।

কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ "কার্যনির্বাহী পরিষদ" বলিতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-১১ অনুযায়ী গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝায়।

"সভাপতি", **"সিনিয়র সভা-সভাপতি"** সহ-সভাপতি", "সাধারণ সম্পাদক", যুগ্ম সম্পাদক" "কোষাধ্যক্ষ", ও " নির্বাহী সদস্য" বলিতে ফেডারেশনের সভাপতি, **সিনিয়র সহ-সভাপতি**, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী সদস্যকে বুঝায়।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি

"বিশ্ব বধির ক্রীড়া সংস্থা" : International Committee of Sports for The Deaf (CISS) সমগ্র বিশ্বের বধির ক্রীড়া উন্নয়নে নিয়োজিত সংগঠন । যাহা International Olympic Committee (IOC) এর অনুমোদিত বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন ১৯৭৭ সালে বিশ্ব বধির ক্রীড়া সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

ICSC : International Committee of Silent Chess
APDSC : Asia Pacific Deaf Sports Confederation
DICC : Deaf Internationl Cricket Council 2017
ADCC : Asia Deaf Cricket Council 2017

বধির বিদ্যালয় : "বধির বিদ্যালয়" বলিতে বুঝায় যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র মূক এবং বধিরদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

বধির সংঘ/ক্লাব ঃ "বধির সংঘ/ক্লাব" বলিতে বুঝায় বধিরদের কল্যাণে নিয়োজিত সংঘ অথবা সমিতি যাহার সদস্য এবং পরিচালকবৃন্দের অধিকাংশই বধির।

০২.২ ঃ বাংলাদেশের বধির নাগরিকদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত এই ফেডারেশনকে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের সকল বধির ক্রীড়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-৩

০৩.১ ঃ ফেডারেশনের প্রতীক ঃ উদীয়মান সূর্যালোকে একজন ছুটন্ত ক্রীড়াবিদ হাতে ফুটবল। ইহাকে বেষ্টন করিয়া উপর দিকে বৃত্তাকারে "বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন" দুইদিকে প্রসারিত ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি তারকা এবং নিচে স্থাপিত-১৯৭৩।

০৩.২। ফেডারেশনের পতাকা ঃ গাঢ় সবুজ বর্ণের আয়তক্ষেত্র। দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ৫ঃ৩। ইহার মাঝখানে ফেডারেশনের প্রতীক (যাহা অনুচ্ছেদ ৩.১ এ বর্ণিত আছে)

তৃতীয় অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-৪

সদর দপ্তর ঃ এই ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত থাকিবে। অবশ্য জরুরী প্রয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্দেশক্রমে ঠিকানা পরিবর্তন হইতে পারে।

গাজী কামরুল হাসন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির [illegible]
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

চতুর্থ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-৫

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যবিধি ঃ

০৫.১। বাংলাদেশের বধির নাগরিকদের খেলাধুলার সার্বিক বিকাশ ও উন্নতি নিশ্চিত করণ।

০৫.২। বধির খেলোয়াড়দের জন্য বলিষ্ঠ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম তৈরি করণ।

০৫.৩। বধিরদের খেলাধুলার মানের যথাযথ উন্নতি সাধন করা, যাহাতে তাহারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়।

০৫.৪। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী খেলা ইত্যাদি আয়োজন করণ।

০৫.৫। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং টুর্ণামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করণ।

০৫.৬। জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত বধির ক্রীড়া সংগঠন এবং বিদ্যালয়সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান।

০৫.৭। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠন/প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয়সমূহে ক্রীড়া উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

০৫.৮। বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করণ।

০৫.৯। বধিরদের খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনবোধে পুস্তিকাদি প্রকাশ এবং তাহা বিভিন্ন সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে এবং ক্রীড়াবিদদের প্রদান করা।

০৫.১০। জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার; সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির আয়োজন করন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য বিষয়ে এইরূপ সেমিনারে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৫.১১। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার নিশ্চিয়তা বিধান করণ।

০৫.১২। প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি এবং তাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করণ।

০৫.১৩। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বধির ক্রীড়া সংস্থার নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করণ।

০৫.১৪। বধিরদের খেলাধুলার মানের যথাযথ উন্নতি সাধন করা, যাহাতে তাহারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়।

০৫.১৫। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বধির ক্রীড়া সংগঠনের সহিত নিবন্ধনকরণ/সম্পৃক্তকরণ এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ।

০৫.১৬। প্রয়োজনবোধে দুঃস্থ খ্যাতনামা বধির ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-৬

এফিলিয়েশন ফি : বাংলাদেশে অবস্থিত সরকার অনুমোদিত যে কোন বধির ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান/বধির সংঘ/বিদ্যালয়, বধিরদের শিক্ষা প্রদান করা হয় এমন সরকার অনুমদিত বিদ্যালয় "বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের" স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবে। তবে তাহাদিগকে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সমূহ আবশ্যিকভাবে পালন করিতে হইবে।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক

জাকির হোসেন খান

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি

০৬.১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয় নিজস্ব প্যাডে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি বরাবর আবেদন করিতে হইবে এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ফি জমা দিতে হইবে (ফি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে)।

০৬.২। স্বীকৃত সংগঠনের বাৎসরিক নবায়নের জন্য সংস্থা নির্ধারিত ফি প্রতি বছর ৩০শে জুনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। তবে স্বীকৃত/সংযুক্তির বৎসরে কোন বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না ।

০৬.৩। বাৎসরিক চাঁদা অথবা অন্য কোন প্রকার পাওনা পুরোপুরি পরিশোধ করা না হইলে কোন সংগঠন অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ফেডারেশনের কোন খেলাধুলায় অংশগ্রহনের, নির্বাচনে কাউন্সিলর অথবা কোন কমিটি/উপ-কমিটিতে ভোট প্রদানের অধিকার প্রদান করা হইবে না।

০৬.৪। বাৎসরিক চাঁদা পরিশোধ না করা অথবা অন্য কোন কারণে সদস্য পদ বাতিল হইয়া থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সংগঠন/বিদ্যালয়কে পুনঃস্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত ফি সহকারে আবেদন করিতে হইবে।

০৬.৫। স্বীকৃতি/সংযুক্তি গ্রহণে ইচ্ছুক সংগঠন/বিদ্যালয়-এর নিজস্ব অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকিতে হইবে। স্বীকৃতি/সংযুক্তির জন্য আবেদন পত্রের সহিত এই গঠনতন্ত্রের সত্যায়াতি কপি অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে।

০৬.৬। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠন/বিদ্যালয়সমূহকে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের সকল বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন উপবিধি ব্যাখ্যা ইত্যাদি মানিয়া চলিতে হইবে।

০৬.৭। "বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের" কার্যকরী পরিষদ বিবেচনা স্বাপেক্ষে স্বীকৃতি/সংযুক্তির আদেশ প্রদান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-৭

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ গঠন :

০৭.১। প্রতি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ২ জন করিয়া মনোনীত প্রতিনিধি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক ও একজন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, ম্যানেজিং কমিটি না থাকলে সে ক্ষেত্রে দুইজন শিক্ষক। সংঘের ক্ষেত্রে ২ (দুই) জন কার্যনির্বাহী সদস্য (এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে একজন বধির হইতে হইবে)। ঢাকায় বসবাসকারী ও কর্মরত কেউ অন্য জেলায় অবস্থিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। মনোনীত প্রতিনিধিদের জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হইবে।

০৭.২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি থাকিবে।

০৭.৩। নতুন পৃষ্ঠপোষক সদস্যবৃন্দ। (নতুন পৃষ্টপোষকদের ক্ষেত্রে সংস্থার তহবিলে কমপক্ষে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা প্রদান করিতে হইবে।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

০৭.৪। **আজীবন সদস্যবৃন্দ :**

ক) কমপক্ষে ৩৬ বৎসর বয়স্ক অবসরগ্রহণকারী বধির ক্রীড়াবিদ যিনি জাতীয় বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোন বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন হইয়াছেন বা স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সংস্থার তহবিলে এককালীন কমপক্ষে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রদান করিয়া আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

খ) কমপক্ষে ৪০ বৎসর বয়স্ক অবসরগ্রহনকারী অবধির ক্রীড়াবিদ যিনি জাতীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হইয়েছেন বা স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের তহবিলে এককালীন কমপক্ষে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করিয়া আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

গ) কমপক্ষে ৪০ বৎসর বয়স্ক বধির বা অবধির ক্রীড়া সংগঠক যিনি কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর অত্র ফেডারেশনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (সভাপতি হইতে নির্বাহী সদস্য) হিসাবে সেবাদান করিয়াছেন, তিনি কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য ফেডারেশনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্রের সহিত আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের এক মেয়াদে (প্রতিবছর সর্বাধিক ০৩ (তিন) জন জুলাই টু জুন) আজীবন সদস্য গ্রহণ করা যাইবে।

০৭.৫। কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যবৃন্দ (সভাপতি হইতে নির্বাহী সদস্য)

০৭.৬। বিশ্ব বধির ক্রীড়া সংস্থা এশিয়া পেসিফিক বধির ক্রীড়া সংস্থা ভেঙে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (ডিআইসিসি) কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তার কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকিবেন।

বি:দ্রঃ সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-৮

বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

০৮.১। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে বৎসরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রয়োজনবোধে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

০৮.২। এইরূপ সভার জন্য সাধারণ সম্পাদক নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ (১৪ দিন) পূর্বে নোটিশ জারী করিবেন। এই নোটিশ "আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং" বা বাহক মারফত প্রেরণ করা হইবে। প্রয়োজন হইলে সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদন লইয়া বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা যাইবে। বৎসরে কমপক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

০৮.৩। **আলোচ্য সূচী :**

ক) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিত করণ।
খ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন।
গ) অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন এবং অনুমোদন।
ঘ) নতুন বাজেট উপস্থাপন এবং অনুমোদন করা।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি

গাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি

গ্রহনের-
তাং.....

ঙ) অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
চ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ।
ছ) প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা।
জ) বার্ষিক ক্রীড়া পঞ্জী।
ঝ) বিভিন্ন ক্রীড়া, অর্থ, জাতীয় দিবস, গঠনতন্ত্র, বিবিধ উপ-কমিটি গঠন।

০৮.৪। মোট সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোরাম না হইলে এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর কোরাম ছাড়াই সভার কাজ শুরু করা যাইবে।

০৮.৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হরতাল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত ইত্যাদি কারণে সভাপতি বা তাহার অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক সভা স্থগিত করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-৯

ক) সদস্য পদ বাতিল (সাধারন পরিষদ) : নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এবং কারণসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন-এর সদস্যপদ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।
০৯.১। ইচ্ছাকৃতভাবে সদস্যপদ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিলে।

০৯.২। সংশ্লিষ্ট সংগঠন অবলুপ্ত হইলে।
০৯.৩। বাৎসরিক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থতা।
০৯.৪। সংশ্লিষ্ট সংগঠন অথবা বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অথবা স্বার্থবিরোধী কার্যে লিপ্ত প্রমাণিত হইলে।
০৯.৫। দেউলিয়া হইলে বা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করিলে।
০৯.৬ । মৃত্যু হইলে ।
০৯.৭। ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিয়া সদস্য হইলে কিংবা গঠনতন্ত্রের বিধান ভঙ্গ করিয়া সদস্য হইয়া থাকিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন সময় কাহারো সদস্য পদ বাতিল করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ- ১০

খ) সদস্যপদ অবলুপ্তি (কার্যনির্বাহী পরিষদ) : নিম্নবর্ণিত কারণসমূহে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদ বাতিল বিবেচিত হইবে :

১০.১। স্বইচ্ছায় পদত্যাগ।
১০.২। মৃত্যু ঘটিলে।
১০.৩। দৈহিক এবং মানসিক অক্ষমতা।
১০.৪। পূর্ব অনুমতি ছাড়া কার্য নির্বাহী পরিষদের পরপর ৩ (তিন) টি সভায় যোগদানে ব্যর্থ হইলে।
১০.৫। অসদাচরণ, তহবিল তছরূপ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধমূলক কার্যের পেক্ষাপটে সাধারণ পরিষদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে।
১০.৬। বিনা অনুমতিতে বিদেশ গমন করিলে অথবা বিদেশে অবস্থান করিলে।

পাতা-৬

ফিরোজ আহমেদ

গাজী কামরুল হাসন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি

মোঃ আব্দুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গ্রহনের-
তাং.....

ঙ) অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
চ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ।
ছ) প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা।
জ) বার্ষিক ক্রীড়া পঞ্জী।
ঝ) বিভিন্ন ক্রীড়া, অর্থ, জাতীয় দিবস, গঠনতন্ত্র, বিবিধ উপ-কমিটি গঠন।

০৮.৪। মোট সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোরাম না হইলে এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর কোরাম ছাড়াই সভার কাজ শুরু করা যাইবে।

০৮.৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হরতাল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত ইত্যাদি কারণে সভাপতি বা তাহার অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক সভা স্থগিত করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-৯

ক) সদস্য পদ বাতিল (সাধারন পরিষদ) : নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এবং কারণসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন-এর সদস্যপদ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।
০৯.১। ইচ্ছাকৃতভাবে সদস্যপদ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিলে।

০৯.২। সংশ্লিষ্ট সংগঠন অবলুপ্ত হইলে।
০৯.৩। বাৎসরিক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থতা।
০৯.৪। সংশ্লিষ্ট সংগঠন অথবা বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অথবা স্বার্থবিরোধী কার্যে লিপ্ত প্রমাণিত হইলে।
০৯.৫। দেউলিয়া হইলে বা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করিলে।
০৯.৬। মৃত্যু হইলে।
০৯.৭। ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিয়া সদস্য হইলে কিংবা গঠনতন্ত্রের বিধান ভঙ্গ করিয়া সদস্য হইয়া থাকিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন সময় কাহারো সদস্য পদ বাতিল করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ- ১০

খ) সদস্যপদ অবলুপ্তি (কার্যনির্বাহী পরিষদ) : নিম্নবর্ণিত কারণসমূহে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন পদ বাতিল বিবেচিত হইবে :

১০.১। স্বইচ্ছায় পদত্যাগ।
১০.২। মৃত্যু ঘটিলে।
১০.৩। দৈহিক এবং মানসিক অক্ষমতা।
১০.৪। পূর্ব অনুমতি ছাড়া কার্য নির্বাহী পরিষদের পরপর ৩ (তিন) টি সভায় যোগদানে ব্যর্থ হইলে।
১০.৫। অসদাচরণ, তহবিল তছরূপ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধমূলক কার্যের পেক্ষাপটে সাধারণ পরিষদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে।
১০.৬। বিনা অনুমতিতে বিদেশ গমন করিলে অথবা বিদেশে অবস্থান করিলে।

পাতা-৬

ফিরোজ আহমেদ

গাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান

মোঃ আব্দুল করিম

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন
গ্রহনের তাং.....

নবম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১২

ক) মনোনয়ন এবং নির্বাচন ঃ

১২.১। পরিষদের সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং দুইজন নির্বাহী সদস্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হইবেন। অন্য সকল পদে (অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী) সাধরণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

১২.২। সহ-সভাপতিগণ খ্যাতনামা সমাজসেবক, প্রখ্যাত ও প্রবীণ খেলোয়াড় অথবা প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রীড়া সংগঠক হইবেন। তাহাদের ভাল সামাজিক এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে।

১২.৩। সাধারণ সম্পাদকে সৎ ও দক্ষতাসম্পন্ন, সর্বপ্রকার প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

১২.৪। অনুচ্ছেদ -১০ অনুসারে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হওয়ার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগুরু সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি শূন্য পদ পূরণ করিবেন। সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক,কোষাধ্যক্ষের ও যেকোন পদ শূন্য হইলে সাধারণ পরিষদের যোগ্য ও অভিজ্ঞ সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা হইবে। সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় ইহার অনুমোদন নিতে হইবে।

১২.৫। অনুচ্ছেদ-৭-এ বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেনীর সদস্যবৃন্দ/কাউন্সিলর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১২.৬। সাধারণ পরিষদের সকল বধির অবধির সদস্যগণ (অনুচ্ছেদ-৭-এ বর্ণিত) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন ও ভোট দিতে পারিবেন।

১২.৭। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পন্ন করতে গিয়ে যদি কোন যুক্তিহ সংগত কারণে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয় সেই ক্ষেত্রে নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কমিটি বলবৎ থাকবে।

অনুচ্ছেদ-১৩

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ

১৩.১। প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে ৪(চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। দুইটি সভার সময়ের ব্যবধান ৯০ দিনের বেশী হইবে না।

১৩.২। কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন আগে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার নোটিশ জারী করিতে হইবে। জরুরী ক্ষেত্রে ৩ (তিন) দিন এবং অতি জরুরী ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করা যাইবে।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

কাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

১৩.৩। নূন্যতম ১১ (এগার) সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। জরুরী সভার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের (শূন্য পদ ব্যতিত) উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পরেও সভার কোরাম না হইলে সভাপতি (সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক) সভা স্থগিত ঘোষনা করিবেন। স্থগিত সভার তারিখ পরে ঘোষনা করা হইবে। স্থগিত সভার জন্য কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১৩.৪। সভাপতির সাথে পরামর্শ করিয়া সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন এবং সভার তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪

নির্বাচন ঃ

১৪.১। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ নিজে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে এই কমিশন গঠন করিবে।

১৪.২। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সিডিউল প্রদানসহ নির্বাচন সম্পন্ন করার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

দশম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১৫

কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা এবং কার্যপরিধি ঃ

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী অত্র ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় সকল কার্য পরিচালনা করা। ইহার মধ্যে অন্যতম হইবে ঃ

১৫.১। ফেডারেশনের নীতি প্রনয়ণ এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া সকল কার্য পরিচালনা করা।

১৫.২। অফিস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যকলোক নিয়োগ করা (প্রয়োজনে বাতিল করা) এবং তাহাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ করা।

১৫.৩। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে তহবিল গঠন করা।

১৫.৪। আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ করা।

১৫.৫। প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

১৫.৬। বার্ষিক বাজেট তৈরী করা এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের সভায় পেশ করা।

১৫.৭। কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করা ও তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা।

১৫.৮। কল্যাণমূখী প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের সংশোধনের প্রস্তাব করা।

১৫.৯। স্বীকৃতি লাভের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয়সমূহের কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্বীকৃতি প্রদান ও সার্টিফিকেট প্রদান করা।

১৫.১০। সদস্যপদ বাতিল করা এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১৫.১১। বাৎসরিক সেমিনার/সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

১৫.১২। বৎসরে কমপক্ষে একবার বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করা।

১৫.১৩। ফেডারেশনের হিসাব নিরীক্ষার ফি নির্ধারণ করা।

১৫.১৪। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহহের সহিত নিবন্ধী/সংযুক্তিকরণ।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি

গাজী কামরুল হাসান

জাকির হোসেন খান

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি

অনুচ্ছেদ-১৬

বিশেষ নির্দেশ ঃ ক) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাসিন্দা হইতে হইবে। তাহাদের কেহ তিন মাসের বেশী সময় অনুপস্থিত থাকিলে বা দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে অন্য কেহ তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্য পরিধি ঃ

১৬.১। সভাপতি ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনে সাংবিধানিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) তিনি সংস্থার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কোন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে উভয় পক্ষে সমানসংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি নিজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

গ) তিনি জরুরী অথবা অতি জরুরী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নীতিমালা ভিত্তিক তিনি কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে তাহা গঠনতন্ত্র মোতাবেক পূরন না হওয়া পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবেন।

চ) অত্র সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সকল আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৬.২। সিনিয়র সহ-সভাপতি ঃ

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহার উপর ন্যস্ত সমুদয় দায়িত্ব সিনিয়র সহ-সভাপতি পালন করিবেন।

খ) সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি অনুরূপ কার্য সম্পাদন করিবেন।

গ) তাহার উপর ন্যস্ত যেকোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬.৩। সাধারণ সম্পাদক ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া সাধারণ সম্পাদক সভার নোটিশ জারি, সভা আহবান এবং কার্যবিবরনী রেকর্ড করিবেন এবং সংরক্ষন ও সদস্যদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত তিনি বাস্তবায়িত করিবেন।

ঘ) ফেডারেশনের সকল রেকর্ডপত্র, দলিল, রেজিষ্ট্রার, ইনভেন্টারী ইত্যাদি সকল কিছুর দায়িত্ব তাহার উপর অর্পিত থাকিবে।

ঙ) সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক ফেডারেশনের পক্ষ হইতে তিনি সকল প্রকার পত্র যোগাযোগ করিবেন।

চ) তিনি হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং কোষাধ্যক্ষের সহিত চেকে স্বাক্ষর করিবেন।

ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সভাপতি কর্তৃক গঠিত প্রয়োজন মত কমিটিতে অথবা উপ-কমিটিতে তিনি Ex-officio সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

পাতা-১০

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জ) সাধারণ খরচের নিমিত্তে একটি ইমপ্রেসড ফান্ড তাহার নিকট থাকিবে। এই ফান্ডের টাকা কোন ক্রমেই ৫,০০০/- (পাঁচহাজার) টাকার বেশী হইবে না। এই অর্থ খরচ হইবার পর তিনি ভাউচার পেশ করিবেন। সভাপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি এই ভাউচারে সহি করিবেন। ইমপ্রেসড ফান্ডের অর্থ পুনরায় সমান্বিত (রি-ইমপ্রসমেন্ট) হইবে।

ঝ) তিনি যথা সময়ে বার্ষিক রিপোর্ট লিখিবেন এবং ইহা বার্ষিক সাধারন সভায় পেশ করিবেন।

১৬.৪। যুগ্ম সম্পাদক ঃ

ক) সাধারণ সম্পাদকের কার্যকালীন সময়ে যুগ্ম সম্পাদকগণ তাহাকে সার্বিকভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করিবেন।

খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক তাহার (সাধারণ সম্পাদকের) সকল দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। এ ক্ষেত্রে বধির যুগ্ম সম্পাদক অগ্রাধিকার পাইবেন।

গ) তাহার উপর অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় কোন কারণে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিতে না পারিলে কার্যনির্বাহী পরিসদের অনুমোদনক্রমে একজন নির্বাহী সদস্য (বধির) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬.৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

ক) লেজার ও ক্যাশ রেজিষ্ট্রার সর্বদা আপ-টু-ডেট রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

খ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের সার্বিক দায়িত্বে থাকিবেন। এই তহবিলের আয়-ব্যয়ের তিনি সুষ্ঠু হিসাব রাখিবেন এবং তাহা লেজার ও ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক উহা নিয়মিত স্বাক্ষর করিবেন।

গ) অনুমোদিত খরচের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষার করিবেন।

ঘ) হিসাব বহি, সকল ভাউচার, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি বিশেষ শাখায় যাবতীয় নথিপত্র তাহার দায়িত্বে থাকিবে। সার্বিকভাবে তিনি এই সকল নথিপত্র সংরক্ষন করিবেন।

ঙ) বাহির হইতে প্রাপ্ত সকল চেক, ডিডি, পে-অর্ডার অথবা ক্যাশ টাকা তিনি গ্রহণ করিয়া পাকা রশিদ প্রদান করিবেন।

চ) এই সকল অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহা ফেডারেশনের ব্যাংক একাউন্টে জমা করিয়া দিবেন এবং যথাযথভাবে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

ছ) তিনি ফেডারেশনের চেক বহি সংরক্ষণ করিবেন।

জ) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি বার্ষিক বাজেট তেরী করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনসহ ইহা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

ঝ) তাহার অথবা সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি চেকে স্বাক্ষর করিবেন।

ঞ) বাজেটে উল্লেখ নাই, এমন কোন খরচ হইতে তিনি বিরত থাকিবেন। সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করিয়া সেইরূপ খরচ করা যাইবে।

ট) খরচের কোন হিসাব নাই, এইরূপ অবাঞ্ছিত খরচের বিষয়ে তিনি সার্বিকভাবে দায়ী থাকিবেন।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জ) সাধারণ খরচের নিমিত্তে একটি ইমপ্রেসড ফান্ড তাহার নিকট থাকিবে। এই ফান্ডের টাকা কোন ক্রমেই ৫,০০০/- (পাঁচহাজার) টাকার বেশী হইবে না। এই অর্থ খরচ হইবার পর তিনি ভাউচার পেশ করিবেন। সভাপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি এই ভাউচারে সহি করিবেন। ইমপ্রেসড ফান্ডের অর্থ পুনরায় সমান্বিত (রি-ইমপ্রসমেন্ট) হইবে।

ঝ) তিনি যথা সময়ে বার্ষিক রিপোর্ট লিখিবেন এবং ইহা বার্ষিক সাধারন সভায় পেশ করিবেন।

১৬.৪। যুগ্ম সম্পাদক ঃ

ক) সাধারণ সম্পাদকের কার্যকালীন সময়ে যুগ্ম সম্পাদকগণ তাহাকে সার্বিকভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করিবেন।

খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক তাহার (সাধারণ সম্পাদকের) সকল দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। এ ক্ষেত্রে বধির যুগ্ম সম্পাদক অগ্রাধিকার পাইবেন।

গ) তাহার উপর অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় কোন কারণে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিতে না পারিলে কার্যনির্বাহী পরিসদের অনুমোদনক্রমে একজন নির্বাহী সদস্য (বধির) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬.৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

ক) লেজার ও ক্যাশ রেজিষ্ট্রার সর্বদা আপ-টু-ডেট রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

খ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের সার্বিক দায়িত্বে থাকিবেন। এই তহবিলের আয়-ব্যয়ের তিনি সুষ্ঠু হিসাব রাখিবেন এবং তাহা লেজার ও ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক উহা নিয়মিত স্বাক্ষর করিবেন।

গ) অনুমোদিত খরচের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথভাবে চেকে স্বাক্ষার করিবেন।

ঘ) হিসাব বহি, সকল ভাউচার, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি বিশেষ শাখায় যাবতীয় নথিপত্র তাহার দায়িত্বে থাকিবে। সার্বিকভাবে তিনি এই সকল নথিপত্র সংরক্ষন করিবেন।

ঙ) বাহির হইতে প্রাপ্ত সকল চেক, ডিডি, পে-অর্ডার অথবা ক্যাশ টাকা তিনি গ্রহণ করিয়া পাকা রশিদ প্রদান করিবেন।

চ) এই সকল অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহা ফেডারেশনের ব্যাংক একাউন্টে জমা করিয়া দিবেন এবং যথাযথভাবে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

ছ) তিনি ফেডারেশনের চেক বহি সংরক্ষণ করিবেন।

জ) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি বার্ষিক বাজেট তেরী করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনসহ ইহা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

ঝ) তাহার অথবা সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি চেকে স্বাক্ষর করিবেন।

ঞ) বাজেটে উল্লেখ নাই, এমন কোন খরচ হইতে তিনি বিরত থাকিবেন। সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করিয়া সেইরূপ খরচ করা যাইবে।

ট) খরচের কোন হিসাব নাই, এইরূপ অবাঞ্ছিত খরচের বিষয়ে তিনি সার্বিকভাবে দায়ী থাকিবেন।

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

ঠ) কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতায় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে একজন নির্বাহী সদস্য (অবধির) কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিবেন।

একাদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১৭

তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ

১৭.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর বরাদ্দকৃত অর্থ ও সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্দ অথ সমন্বয়ে তহবিল গঠন করা।

১৭.২। বিজ্ঞাপন, স্পন্সর, লোটারী, মেলা, প্রদর্শনী, বিদেশ থেকে, ব্যক্তি থেকে , বিশেষ সংস্থা থেকে, এনজিও থেকে কার্যকরী কমিটির যে কোন সদস্য উক্ত সংগঠন বা বিশেষ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করলে তাকে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রনোদনা দেওয়া যাবে (সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের নামে চেক অথকা পে-অর্ডার আকারে সংগ্রহ করতে হবে)।

১৭.১। অত্র ফেডারেশনের তহবিল কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত এক বা একাধিক তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে।

১৭.২। সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে অর্থ লেনদেন হইবে।

১৭.৩। সাধারণ খরচসমূহ সভাপতি অনুমোদন করিবেন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুদান অথবা বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ অথবা সেমিনার/সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিষয় কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন প্রদান করিবে।

১৭.৪। ফেডারেশনের হিসাব অর্থ বৎসর অনুযায়ী রাখা হইবে। অর্থ বৎসর হিসাবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে ধরা হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১৮

গঠনতন্ত্র সংশোধন

১৮.১। এই গঠনতন্ত্রের যে কোন অনুচ্ছেদ অথবা উপ-অনুচ্ছেদ সংশোধন অথবা বাতিল করা যাইতে পারে।

১৮.২। গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করিতে হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত সংশোধনী প্রস্তাবাকারে বার্ষিক সাধারণ সভায় বা বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিতে অনুমোদিত হইতে হইবে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর এই সংশোধনী কার্যকর ও গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৮.৩। সভা আহবানের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রস্তাবিত সংশোধনী লিখিতভাবে সদস্যগণকে অবহিত করিতে হইবে।

পাতা-১২

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

১৮.৪। ক) সময় সময় প্রয়োজনবোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও মন্ত্রণালয় নির্দেশ জারী করিবে এবং ফেডারেশন উহা মানিতে বাধ্য থাকিবে।

খ) বিশ্ব বধির ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ এবং সময় সময় উক্ত সংস্থা যে সমস্ত বিধি নির্দেশ জারী করে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই ফেডারেশন পরিচালিত হইবে।

১৮.৫। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

এই গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই অথবা এই গঠনতন্ত্রের উপ-অনুচ্ছেদ আওতাধীন পড়ে না এমন কোন বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করিবে। ইহা আবশ্যিকভাবে সকলের নিকট মান্য হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১৯

খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ ও সর্তকীকরণ ঃ

১৯.১। সকল খেলায় অংশগ্রহণকারী বধির খেলোয়াড়দেরকে ফেডারেশন কর্তৃক তৈরি বিধিমালা, উপবিধি অনুসারে নিবন্ধীনকৃত হইতে হবে।

১৯.২। ফেডারেশন নিয়মিতভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিধিমালা তেরি করিবে।

১৯.৩। ফেডারেশন বিরোধী কোন কর্মকার্ন্ডে জড়িত হওয়া যাবে না। নিবন্ধনকৃত খেলোয়াড় অন্য কোন সংস্থায় নিবন্ধন বা খেলতে পারবে না।

১৯.৪ । নিয়মভঙ্গকারী নিবন্ধনকৃত খেলোয়াড় এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-২০

খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল ঃ

দরিদ্র অথচ খ্যাতনামা বধির খেলোয়াড়দের কল্যাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অত্র ফেডারেশন চ্যারিটি/প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করিতে পারিবে। এই সকল খেলা অথবা প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা যাইতে পারে। অতঃপর কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতিক্রমে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-২১

আপত্তি ও নিস্পত্তি ঃ

ফেডারেশনের সকল নিবন্ধীকৃত মধ্যস্থতাকারী/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কেউ কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতে স্মরনাপণ্য না হইয়া উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিতে হইবে। ফেডারেশন বা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করা যাইতে

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

গাজী কামরুল হাসন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল [illegible]
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

পারে। মধ্যস্থাকারীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না।

পঞ্চোদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-২২

আপীল কর্তৃপক্ষ

২২.১। ফেডারেশন কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে (ব্যক্তিগত বা দলগত) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে/ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে লিখিতভাবে আপীল করা যাইবে এবং উক্ত আপীল পর্যালোচনাক্রমে মন্ত্রণালয়/পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

২২.২। এই আপীল দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে না আসিলে মন্ত্রণালয়/পরিষদ ইহা বিবেচনা করিবে না।

২২.৩। খেলা চলাকালীন সময়ে আম্পায়ার/রেফারী প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ক্রীড়া পরিষদ/মন্ত্রণালয়ে কোন আপীল করা যাইবে না।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-২৩

আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ ও আয়োজন ঃ

২৩.১। ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাগণ আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। সম্ভব হইলে ফেডারেশন আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টের আয়োজন করিতে পারিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-২৪

সেভিংস ও রহিতকরণ

এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। তবে উক্ত গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল সিদ্ধান্ত ও কার্যাদি বৈধ বিবেচিত হইবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন বৈধতা প্রাপ্ত ও সম্পদের অধাকারী হইবে।

সমাপ্ত

ফিরোজ আহমেদ
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

শাহী শামসুল হাসনা
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

জাকির হোসেন খান
সি.সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন

মোঃ আবদুল করিম
সভাপতি
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন